**নস্যির কৌটো  
শুভেন্দু সাঁতরা**  
' নাঃ,  তোমাকে নিয়ে থাকাটা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাড়াচ্ছে। কতবার বলেছি চারদিকে নস্যি ছড়িও না। চাদর, বালিশ, গামছা, লুঙ্গি , গেঞ্জি, সব তাতে নস্যির দাগ। আর সেই দাগ তুলে পরিস্কার করতে আমার হাতের চামড়া উঠে যাচ্ছে। তবু তুমি শুধরাবে না। তা ছাড়া ডাক্তার বাবুও বলছেন, নস্যির জন্য ই তোমার সর্দি কাশি কমছে না। বন্ধ তো করবেই না, দিন দিন আরও বাড়ছেই। '  
একটানা এতগুলো কথা বলে সুজাতার হাঁফ ধরে গেল। গত মাসে পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে। চুলের বেশিটাই সাদা। বিছানা তুলতে গিয়ে ক্লান্ত লাগে। দুটো মানুষের সংসারে এত কাজ যে কী করে হয় কে জানে। যখন ছেলেমেয়েরা সাথে ছিলো, তখন কি এত কাজ থাকতো?   
যার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা, তিনি তখন চেয়ারে বসে জোরে জোরে আওয়াজ করে খবর কাগজ পড়ছেন। এটাও সুজাতার একটা বিরক্তি। রিটায়ার করার পর এই বদঅভ্যেস শুরু হয়েছে। সুজাতার খুব রাগ হয়। ওর নিজের সময় হয়, খাওয়া দাওয়া সেরে, বাসন তুলে, টেবিল মুছে, মুখে একটা সাদা পান গুঁজে, মেঝেতে একটা কোলবালিশ নিয়ে। তার আগে কেউ জোরে জোরে কাগজটা পড়লে, খবরগুলো যেন বাসি হয়ে যায়। 'মনে মনে পড়ো' বললে খানিকটা চুপ হয়, তারপর আবার এক সুর।   
চাদরে আজ দু এক জায়গায় নস্যির সাথে কফ লেগে। সুজাতার গা ঘিনঘিন করে উঠলো। মুখে ওয়াক উঠে এলো।  
'সরি, ভেরি সরি, কাল ঠিক বুঝতে পারিনি গো। রুমালটা বালিশের পাশেই ছিলো। খুঁজে পেলাম না। '  
প্রকাশবাবু কাগজ নামিয়ে কাঁচুমাচু মুখে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন।   
'তুমি রেখে দাও, আমি ওগুলো মেশিনে দিয়ে দিচ্ছি।  আজ থেকে দুটো রুমাল রেখে দেবো, একটা না একটা ঠিক হাতে পেয়ে যাবো '  
সুজাতার একটু লজ্জা লাগলো। মানুষটার সত্তর চলছে। অনেকটাই জবুথবু লাগে। সব কিছু ঠিকঠাক মনেও রাখতে পারে না।   
'থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। এতদিন যখন পেরেছি, আার যে কটা দিন আছি, সে কটা দিনও পারবো। ভগবান যে কবে আমাকে নেবে?  মরলেই শান্তি। আমিও বাঁচবো, তোমারও শান্তি। কেউ খিটখিট করবে না '  
সুজাতার চোখের কোণাটা চিকচিক করে উঠলো।   
'কাগজ রাখো, মুখ ধুয়ে এসো' একটু সামলে নিয়ে সুজাতা বললো।  
চা এর টেবিলে প্রকাশবাবু দ্বিতীয় দুষ্কর্মটি করে ফেললেন।   
চা ঢালতে গিয়ে, সুজাতার সখের টিপটটি, হাত ফসকে , বেশ জানান দেওয়া আওয়াজে ভাঙলো।  
সুজাতা রান্নাঘর থেকে বিস্কুটের কৌটো হাতে একরকম দৌড়ে এলেন।  
'দিলে তো বারোটা বাজিয়ে, সব শেষ করে। ভাঙো আরও ভাঙো। আমার যা যা সখের জিনিস এখনও আস্ত আছে, সেগুলোও ভেঙে ফ্যালো। বুড়োর একটুও সবুর সয় না গো। আমি তো আসছিলাম। যা পারো না, তা করতে যাও কেন?  '  
প্রকাশবাবু এবার পুরো ধরাশায়ী। হাত কাঁপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। পায়ে যেন ঠিক জোর লাগছে না।   
নস্যির কৌটোর দিকে হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিলেন। আগুনে ঘি ঢালা হয়ে যাবে। সুজাতা রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। কোনো রকমে পা ঘষে ঘষে, বিছানায় গিয়ে আধশোয়া হয়ে রইলেন। বুকের বাঁদিকটায় একটা দলা পাকানো ব্যথা। সেটা কি অভিমান?  না কি................   
  
  
  
মাঝরাতে খুব ঠান্ডা লাগছিলো। বোধহয় জোর বৃষ্টি নেমেছিলো। কদিন বাদে পুজো। গরম প্রায় নেই, তাও রাতে ফ্যান লাগে। উঠে ফ্যান বন্ধ করতে আর ইচ্ছে করছিলো না। তারপর কখন যেন বেশ আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙতেই সুজাতা চমকে উঠলেন। একটা ঠান্ডা কিছু যেন শিরদাঁড়া দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।   
এই চাদরটা বিছানায় কি করে এলে। এটা তো, ও হরিদ্বার থেকে এনে দিয়েছিলো। যত্ন করে আলমারিতে তোলা থাকে।   
সে কথা মনে পড়তেই, ডান দিকের দেওয়ালে চোখ চলে গ্যালো। মালা ঝোলানো বাঁধানো ফটোটার থেকে প্রকাশবাবু যেন সুজাতার দিকেই তাকিয়ে আছেন। চোখের হাসিটা যেন, একটু অন্যরকম।   
সুজাতা চাদরটা যত্ন করে ভাঁজ করতে গিয়ে, খুব চেনা একটা গন্ধ পেলো।........... নস্যির কড়া গন্ধ।   
আজ গন্ধটা আর খারাপ লাগলো না।   
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*